সকারের বিশ্বকাপে জ্যোতিষি অক্টোপাস

মলয় পাঁড়ে

বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ ক্রিড়া মহাযজ্ঞ বিশ্বকাপ ফুটবল হঠাৎ করে ঢুকে গেল একটা জলজ প্রাণীর গর্তে। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও বাস্তবে তাই। সারা বিশ্বের লাখ লাখ ফুটবল প্রেমিক যতটা আগ্রহ নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার স্টেডিয়ামগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল, বলা যায় প্রায় সমান আগ্রহ নিয়েই তারা লক্ষ্য রেখেছিল জার্মানির রাইন নদীর ধারে ওবেরহসেন শহরের একটা ছোট্ট অ্যাকুরিমামের দিকে (গর্ত বললে অনেকে আহত বোধ করতে পারেন)। অ্যাকুরিয়মের বাসিন্দা আট পেয়ে সামুদ্রিক প্রাণী একটা অক্টোপাস। নাম পল। সেই এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের পয়লা নম্বর হিরো। ভিয়া, রোবেন, মেসি, কাকা, ম্যারাদোনা, দুঙ্গাদের হটিয়ে সে-ই এবারের বিশ্বকাপের আসল চ্যাম্পিয়ন! সুপারস্টার, মেগাস্টার বললে যা বোঝায়, পলের জনপ্রিয়াতা ছাপিয়ে গেছে তার সব কিছু। পল আটপেয়ে প্রাণী, বিশ্বকাপে করেছে আটটি ভবিষ্যতবাণী এবং আটটিই সঠিক! বিশ্বকাপের পর পল এখন আন্তর্জাতিক সেলিব্রেটি।

এবারের বিশ্বকাপে পল বসেছিল গণকঠাকুরের আসনে। ম্যাচ শুরুর আগেই সে 'বলে' দিয়েছে কে জিতবে, কে হারবে। অবাক কান্ড হল, তারা এসব ভবিষ্যতবাণীর প্রায় সবই টায় টায় মিলে গেছে। ফলে জনপ্রিয়তাও পেয়েছে সে স্বাভাবিক নিয়মে। সারা বিশ্বের প্রচারমাধ্যদে প্রতিদিন পল ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম। কোন দিন কোন খবরের কাগজ পলের খবর ছাপতে 'ভুল করলে' পরদিন পাঠকদের ফোনের জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হতে হয়েছে সেই পত্রিকার সাংবাদিকদের। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফুটবল প্রেমিকরা সকাল বেলা খবরের কাগজ হাতে নিয়েই প্রথমে জানতে চেয়েছেন, তাদের প্রিয় দলের জয় পরাজয় নিয়ে পল কি বলেছে! জার্মানির একটা টিভি চ্যানেল তো প্রায় সারাক্ষণই পলের ওপর লাইভ প্রোগ্রাম সম্প্রচার করেছে দর্শদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে। বিশ্বকাপ চলাকালে প্রায় সারাদিনই পলের ঘর থাকত শত শত সাংবাদিকে ঠাসা। প্রচারমাধ্যমের কল্যানে পলের ঠিকুজি কুষ্ঠি মুখস্থ হয়ে গেছে বিশ্বের প্রায় সব ফুটবল প্রেমিকের। শিশু থেকে বৃদ্ধ যে কেউ বলে দিতে পারেন, পলের জন্ম লন্ডন শহর থেকে ১২১ মাইল দূরের ওয়েমাউথ শহরের সি লাইফ সেন্টারে। সালটা ছিল ২০০৬। তবে সি লাইফ সেন্টারে থাকতে পলের এই 'প্রতিভা' প্রকাশ পায়নি। সেখানে পলের দেখাশোনা করতেন সি লাইফ সেন্টারের কর্মী ফিওনা স্মিথ। জার্মানিতে গিয়ে পলের এই 'বিস্ময়কর প্রতিভা' প্রকাশ হওয়ার পর তিনিও বিস্মিত কম হননি। একটা টিভি চ্যানেলে তিনি বলেছেন, "আর পাঁচটা অক্টোপাসের সাথে পলের কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়েনি। তবে এটা হতে পারে যে, প্রতিভা প্রকাশের জন্য সে বিশ্বকাপ ফুটবলের মত কোন মহাযজ্ঞের অপেক্ষায় ছিল!"

পলের এই 'বিস্ময়কর প্রতিভা' প্রথম ধরা পড়ে ২০০৮ সালে ইউরো টুর্নামেন্টের সময়। তখন সে জার্মানির ছয়টি ম্যাচের ব্যাপারে ভবিষ্যতবাণী করে, এর মধ্যে চারটিই ছিল সঠিক। শুধু ক্রোয়েশিয়া আর স্পেনের বিরুদ্ধে জার্মানি জিতবে বলে পল যে ভবিষ্যতবাণী করেছিল তা ঠিক হয়নি। এ দুটি ম্যাচে জার্মানি হেরেছিল। ইউরো টুর্নামেন্টের সময় পলের এই আশ্চার্য ক্ষমতা দেখে বিশ্বকাপের সময়ও পলের শরণাপন্ন হয় জার্মানরা। পলের প্রতি তাদের সেই আস্থা বিফলে যায়নি। বিশ্বকাপ ফুটবলে পলের

প্রতিটা ভবিষ্যতবাণীতো ছিল একেবারে হান্ড্রেডপার্সেন্ট সঠিক। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের খেলায় পল জানিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানি জিতবে। জার্মানি জিতেছিল। সার্বিয়া ও ঘানার বিরুদ্ধে জার্মানি যে জিতবে সেটা আগেই জানিয়েছিল পল। নকআউট পর্বের খেলায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পল জার্মানিকে এগিয়ে রেখেছিল, হলও তাই। চার এক গোলের ব্যবধানে জিতল জার্মানি। কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে আর্জেন্টিনা যে ধরাশায়ী হবে–তা পল আগেই জানিয়ে রেখেছিল। পল আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে জার্মানি হেরে যাবে। তবে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে জার্মানির জয়ের কথা পল ঘোষণা করেছিল আগেভাগে। আর বিশ্বকাপটা যে স্পেনে যাবে সেকথাও চার বছর বয়সী অক্টোপাস অনেক আগেই জানিয়ে রেখেছিল।

ভবিষ্যতবাণীতে এমন সাফল্য তো বলতে গেলে অচিন্তনীয়। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। পলের জনপ্রিয়তা এখন আকাশচুম্বি। প্রতিদিন হাজার হাজার ই-মেইল, টেক্সট মেসেজ আসছে পলের নামে। কেউ জানতে চায় ডারবি বা কেনটাকি ডারবি ঘোড় দৌড়ে এবার কোন ঘোড়াটা জিতবে। অনেকে তাদের লটারি নম্বরগুলো দিয়ে জানতে চেয়েছে, এই নম্বরগুলোর জেতার সম্ভাবনা আছে কিনা। কেউ লিখেছে, দু'দিন পর তার বিয়ে। অমুকের সাথে এই বিয়ে করে সে কোন ঝামেলায় পড়বে নাতো! কেউ জানতে চেয়েছেন, এবার তার সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে! আবার রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছেন, আগামী নির্বাচনে তার জয় লাভের সম্ভাবনা আছে কিনা–ইত্যাদি। ব্যক্তিগত বিষয়ে এমনি হাজারো প্রশ্ন তো আছেই। রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও পলের ভবিষ্যতবাণী জানতে চাওয়া হচ্ছে। যেমন এক গ্রিক রিপোর্টার জানতে চেয়েছেন, বর্তমানে তার দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট চলছে তা শেষ হবে কবে!

কোন ক্ষেত্রে স্টার হওয়াতে সুবিধা যেমন আছে, তেমনি তাতে বিপদও কম নয়। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে তার জীবন নাশের হুমকি। বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে আর্জেন্টিনা যে চার গোলে ধরাশায়ী হল, সেজন্য আর্জেন্টিনার বহু সমর্থক তাদের দলের খেলোয়াড়, কোচ বা সেদিনের রেফারিকে দায়ী না করে এর পুরো দায় চাপিয়ে দিয়েছে আট পেয়ে এই নিরীহ প্রাণীটির ঘাড়ে। তারা বলছে, পল এরকম ভবিষ্যতবাণী না করলে তাদের দলের পরাজয়ের কোন কারণ নেই। আর্জেন্টাইন সমর্থকরা প্রচুর ই-মেইল পাঠিয়েছে পলকে হত্যার হুমকি দিয়ে। এক আর্জেন্টাইন পাচক পল নামের অক্টোপাসটাকে দিয়ে কিভাবে সবচেয়ে সুস্বাদু খাবার রান্না করা যায় তার রেসিপি পোস্ট করে দিয়েছে ইন্টারনেটে। শুধু আর্জেন্টাইনরা নয় ক্ষেপেছে জার্মানরাও। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে স্পেনের কাছে জার্মানির হারার কথা আগেই জানিয়েছিল পল। জার্মানরা ভেবেছিল পলের ভবিষ্যতবাণী খাটবে না। কিন্তু স্পেনের কাছে এক–শূন্য গোলে হেরে তারা বুঝতে পারল, পলের ভবিষ্যতবাণীর জোর কত! জার্মান সমর্থকদের অনেকে এতে রেগে কাই, 'আমাদের খেয়ে আমাদের পরে আমাদের সাথে বেঈমানি! দেখাচ্ছি মজা। অক্টোপাস রান্নার পদ্ধতি আর্জেন্টাইনদের চেয়ে জার্মানদের কম জানা নেই!' পলের রক্ষক অলিভার ভালেনচিয়াক জানান, "সেমিফাইনালে জার্মানি হেরে যাওয়ার পর জার্মানদের মধ্যে অক্টোপাস রেঁধে খাওয়ার ঝোঁক খুব বেড়ে গেছে। তবে আমরা আমাদের প্রিয় পলের নিরাপত্তা জোরদার করেছি। সে বেঁচে থাকবে।" পলের জীবনের ওপর এই হুমকির মুখে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী হোসে জাপাতেরো বলেছেন, 'পালপো পলের(স্প্যানিশ ভাষায়)' জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত আছেন।

পল কথা বলতে পারে না তাই তার ‘ভবিষ্যতবাণী’ করার ধরনও ভিন্ন। দু’টি স্বচ্ছ পস্নাস্টিক বাক্সে লাগানো হয় প্রতিদ্বন্দী দুই দেশের পতাকা। এই দুই বাক্সে দেয়া হয় একই রকমের খাবার। পল যে বাক্স থেকে খায় এবং সেই বাক্সে যে দেশের পতাকা থাকে ধরে নেয়া হয় সেই দেশ জিতবে বলে যেমন বিশ্বকাপ সেমি ফাইনালের আগে পল জার্মান পতাকাওয়ালা বাক্স থেকে খাবার না খেয়ে স্পেনের পতাকাওয়ালা বাক্স থেকে খাবার খেয়েছিল। এতেই ধরে নেয় হয়েছিল যে পল স্পেনের পক্ষে রায় দিচ্ছে।

প্রাণীবিজ্ঞানীরা বলছেন, অক্টোপাস যথেষ্ট বুদ্ধিমান প্রাণী। বুদ্ধিমান, কিন্তু কতটা? ততটাই যতটা আপনার পোষা কুকুর বুদ্ধি রাখে। এর বেশি নয়। মানুষ দূরের কথা, হাতি বা ডলফিনের যতটা বুদ্ধি, অক্টোপাসের ততটাও নয়। তারপরও এবারের বিশ্বকাপে ভবিষ্যতবাণী করে দুনিয়া চমকে দিয়েছে একটা ছোট্ট অক্টোপাস। আর এতেই সন্দেহের উদ্রেক করেছে বিজ্ঞানীদের। শিকাগোর ফিল্ড মিউজিয়াম অব ন্যচারাল হিস্ট্রির প্রাণী বিজ্ঞানী জেনেট ভয়েট বলেন, অক্টোপাস রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে, এমন প্রমান তাদের কাছে নেই। তাই রঙ দেখে কোন অক্টোপাসের পক্ষে কোন দু’টি দেশের পতাকার মধ্যে একটিকে খারিজ করে অন্যটাকে পছন্দ করা অসম্ভব। ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্গর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেল্যাগ ম্যালহ্যাম বলেন, রঙের অনুভূতি না থাকলেও অক্টোপাস ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য বুঝতে পারে। তবে সে বস্তুটা হতে হবে আনুভূমিক অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল। খাড়া বস্তু ওরা ভালো দেখতে পায় না। পলের ভবিষ্যতবাণীর জন্য বাক্সে যে পতাকা ব্যবাহার করা হয়েছিল তা পুরোপুরি খাড়া। জেনেট ভয়েট বলেন, অক্টোপাসের ত্বকে রয়েছে বিশেষ ধরণের সংবেদনশীল কোষ। যা দিয়ে সে তার খাদ্য বা তার আশেপাশের বস্তুর রাসায়নিক পার্থক্যটা সহজেই অনুভব করতে পারে। জার্মানির গ্রেইফসওয়াল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিজ্ঞানী ভলকার মিসকে বলেন, অক্টোপাসটি কেন কোন একটি বিশেষ বাক্স থেকে খাবার খেয়েছে, তার উত্তর পলের চেয়ে তার রক্ষকরাই ভাল দিতে পারবেন। কারণ সে রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে না। তবে খাদ্য বা তার খাবার দেয়ার জন্য যে স্বচ্ছ পস্নাস্টিক বাক্স দেয়া হয়েছিল, ততে কোন পার্থক্য থাকতে পারে। আরো একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেটা হল–ফিফা এবার ফুটবল খেলুড়ে দেশগুলোর যে র‌্যাংকিং করেছিল, একটা বাদে পলের ভবিষ্যতবাণীর সবই সেই র‌্যাংকিং অনুযায়ী। এই র‌্যাংকিংয়ের বাইরে গিয়ে ইউরো টুর্নামেন্টের সময় পল বলেছিল, স্পেনের বিরুদ্ধে জার্মানি জিতবে। কিন্তু সে ভবিষ্যতবাণী ঠিক হয়নি। এবার ফিফার র‌্যাংকিংয়ে স্পেন ছিল এক নম্বর দল। জার্মানি ছিল অনেক পিছিয়ে। এসব বিবেচনা করলেই পলের ‘ভবিষ্যতবাণীর’ পেছনের কারণ বুঝতে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে করেন না বিজ্ঞানীরা।

আমাদের উপমহাদেশের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র। শিক্ষার আলো তাদের বেশিরভাগের কাছেই পৌঁছায় না। তাই তাদের মনে নানা কুসংস্কারের অন্ধকার জমে থাকাটাই স্বাভাবিক। এখনো এ অঞ্চলের বহুমানুষ জ্যোতিষি, ফুঁকফাক, তুকতাকে বিশ্বাসী। তবে এর পরিবর্তন ঘটছে। বছর তিনেক আগে কলকাতার এক নামকরা জ্যোতিষি গিয়েছিলেন আয়কর দিতে। তার মাসিক আয় কয়েক লাখ টাকা। তাই তার মনে হয়েছিল, এত আয় যখন, তখন তার আয়কর দেয়া উচিত। কিন্তু আয়কর কর্মকর্তা তার আয়কর নিতে রাজি হননি। তিনি জ্যেতিষিকে বলেছিলেন, ‘চোর, বাটপাড়, গাঁটকাটা, জ্যোতিষি–এদের কাছ থেকে আয়কর নেয়ার নিয়ম নেই। কারণ এগুলো কোন স্বীকৃত পেশা নয়।’ চোর বাটপাড় গাঁটকাটার সঙ্গে জ্যেতিষিদের তুলনা করায় ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন সেই জ্যোতিষি।

তিনি তার মক্কেল এক শীর্ষ আয়কর কর্মকর্তাকে দিয়ে চেষ্টা করেও আয়কর দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। কারণ জ্যোতিষি কোন স্বীকৃত পেশা নয়। তবে অক্টোপাসের মত একটা প্রাণীর ভবিষ্যতবাণী নিয়ে এবার যা ঘটল, এর পর হয়তো সেই আয়কর কর্মকর্তা জ্যোতিষিদের কাছ থেকে আয়কর না নেয়ার মত ‘ধৃষ্টতা’ দেখানোর সাহস পাবেন না। ইউরোপকে বলা হয় আলোকিত মহাদেশ। জ্ঞান বিজ্ঞানে ওরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু জ্যোতিষি অক্টোপাস পলকে কেন্দ করে আলোকিত মহাদেশের মানুষের মনে লুকিয়ে থাকা কিছু আদিম অন্ধকার হয়ত প্রকাশ হয়ে পড়ল আলোতে।

মলয় পাঁড়ে, কোলকাতা, ১৬/০৭/২০১০